কালের কণ্ঠ

2 9-... 2013 ... ২০ ... 2

মন্ত্রিসভা থেকে প্রত্যাহার

কওমি মাদ্রাসা আইন করে নতুন কোনো ফ্রন্ট নয়

আশরাফুল হক রাজীব ▶

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন করে সরকার নতুন কোনো ফ্রন্ট খুলতে চায় না। হেফাজতে ইসলাম আপাতত সরকারবিরোধী কোনো কর্মসূচিতে অংশ না নেওয়ায় এখন তাদের ঘাঁটাতে চায় না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার। এ কারণে গতকাল সোমবার মন্ত্রিসভা থেকে 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩' প্রত্যাহার করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সরকারের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে চূড়ান্ত করা হয় কওমি মাদ্রাসা আইনের খসড়া। যত তাড়াহুড়া করে আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়, তার চেয়ে বেশি তাড়াহুড়া করে প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব সভায় উপস্থাপন করা হয় ইতিবাচক সুপারিশের জন্য। গত ২০ অক্টোবর প্রশাসনিক এই শীর্ষ কাঠামোতে উপস্থাপন করা হলে একাধিক সচিব শেষ সময়ে আইনটি না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু শিক্ষাসচিব অনড় অবস্থান নেওয়ায় সচিব ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

কওমি মাদ্রাসা আইন করে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

কমিটির অন্য সচিবরা খসড়া আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন।

কমিটির বৈঠক শেষে জনপ্রশাসনসচিব আবদুস সোবহান সিকদার কালের কণ্ঠকে বলেন, সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়। সিদ্ধান্ত থেকে সরে গেলে প্রশাসনিক কাজও ঢিলে হয়ে যাবে।

গতকাল মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষে একজন সচিব কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকার এখন কওমি মাদ্রাসা আইন না করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি মনে করি, এটা সরকারের একটি ভালো সিদ্ধান্ত। কারণ কওমি মাদ্রাসা যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁরা হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে জড়িত। এই মুহূর্তে হেফাজত আওয়ামী লীগকে কোনো ধরনের বিরক্ত করছে না। বরং তারা গত ৫ মে ঢাকার মহাসমাবেশ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। যখন বিএনপি ও জামায়াতের মতো বড় রাজনৈতিক দলগুলো রাজপথে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে, তখন হেফাজতকে কোনোভাবেই টেনে আনা উচিত না। কারণ তারা এ ব্যাপারে সরকারকে সরাসরি হুমকি দিয়েছে।'

উল্লেখ্য, গত রবিবার চট্টগ্রামের হাটহাজারির একটি কমিউনিটি সেন্টারে হেফাজতে ইসলাম সংবাদ সম্মেলন করে সরকারকে কওমি মাদ্রাসা আইন না করার আহ্বান জানায়। একই দিনে তারা হুমকি দিয়ে বলেছে, কওমি মাদ্রাসা আইন করা হলে লাখ লাখ লাশ পড়বে। দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। প্রস্তাবিত এই আইন প্রতিরোধ করার জন্য তারা আগামী শুক্রবার সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ, ১৫ নভেম্বর বিভাগীয় শহরে মহাসমাবেশ করার হুমকি দেয়। এ অবস্থায় গতকাল মন্ত্রিসভা বৈঠকে আইনটির খসড়া উপস্থাপন করার জন্য নেওয়া হলে তা আপাতত স্থগিত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। গতকালের মন্ত্রিসভা বৈঠকের যে এজেন্ডা ছিল, তাতে কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আইন অন্তর্ভুক্ত ছিল না। হাতে হাতে নেওয়া হয়েছিল আইনটি উপস্থাপনের জন্য। মন্ত্রীদের কাছে দেওয়া হলে একাধিক মন্ত্রী এ সময় কওমি মাদ্রাসা আইন করে এই মুহূর্তে নতুন ফ্রন্ট না খোলার আহ্বান জানান। এর আগে গত ২০ নভেম্বরের প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির বৈঠকেও প্রস্তাবিত এ আইনের খসড়া এজেন্ডাভুক্ত ছিল না। বিশেষ ব্যবস্থায় তা আলোচনার টেবিলে তোলা হয়। কওমি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আইন মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে কি না জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদসচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূঁইঞা বলেন, আইনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রত্যাহার করে নিয়েছে। মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিয়ে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে।'

কওমি মাদ্রাসার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, মানোন্নয়ন ও শিক্ষা সনদ দেওয়ার জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের আদলে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কর্তৃপক্ষ করার জন্যই 'বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৩'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়ায় কর্তৃপক্ষের একজন চেয়ারম্যান নিয়োগের কথা রয়েছে। এ ছাড়া কওমি শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় সাতজন আলেম এই কর্তৃপক্ষের সদস্য থাকবেন। সরকারের একজন যুগ্ম সচিব, মহিলা কওমি মাদ্রাসার একজন প্রতিনিধিও রাখা হয়েছে খসড়া আইনে। এই কর্তৃপক্ষ কওমি মাদ্রাসার বিভিন্ন বোর্ডের কাজ তদারক করবে। দারুল উলুম দেওবন্দের আটটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে কওমি মাদ্রাসার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করবে। এসব মূলনীতির ওপর ভিত্তি করেই বর্তমানে মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বা ইবতিদাইয়্যাহ, নিম্ন মাধ্যমিক বা মুতাওয়াসসিতাহ, এসএসসি বা সানাবিয়্যাহ আম্মাহ এবং এইচএসসি বা সানাবিয়্যাহ খাসসাহ—এই চার পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। যত দিন পর্যন্ত কওমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না হবে তত দিন পর্যন্ত এই কর্তৃপক্ষই স্নাতক-সম্মান ও স্নাতকোত্তরের সনদ দেবে। এ ছাড়া এই কর্তৃপক্ষ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষা গবেষণা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো স্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয় তদারক করবে। খসড়া আইনে কর্তৃপক্ষের সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বাজেট, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া একটি তহবিল গঠন করা হবে। এই তহবিলে সরকারের অনুদান, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে পাওয়া অর্থ, নিজস্ব আয়, স্থানীয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান, বিদেশি সরকার, সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুদান জমা হবে। কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকবে, যা নিয়মমাফিক নিরীক্ষিত হবে।

গতকালের মন্ত্রিসভায় কওমি মাদ্রাসা আইন ছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরো তিনটি এজেন্ডা ছিল। এগুলো হচ্ছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন আইন। খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন নামে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবও ছিল। সবগুলো প্রস্তাবই অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। খুলনায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার বিষয়ে ২০১১ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বর্তমানে ময়মনসিংহ, গাজীপুর, ঢাকা ও সিলেটে চারটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

গতকালের বৈঠকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) আইন-২০১৩-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া পরিসংখ্যান উন্নয়নে জাতীয় কৌশল প্রণয়ন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৩-এর খসড়ারও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয় বলে মন্ত্রিপরিষদসচিব জানান।